160

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা .. ৫ কলাম .. ৬ .....

ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে

মোহাম্মদ মশিউর রহমান

গত ২৬-১১-৯৬-এর মুক্ত আলোচনা বিভাগে জনৈক সাইদুর রহমান চৌধুরীর 'ছাত্র রাজনীতি' শীর্ষক রচনাটি পড়লাম। লেখক তার রচনায় মাননীয় রাষ্ট্রপতির ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার বক্তব্যে বাস্তবসম্মত ও গভীর উপলব্ধিপ্রসূত যুক্তির পরিবর্তে কিছু এলোমেলো কথাবার্তা স্থান পেয়েছে। তাই তার উদ্দেশে কিছু কথা লিখবার প্রয়াস পাচ্ছি।

মিঃ চৌধুরী বলেছেন, ছাত্র রাজনীতির ফলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চলছে, এটা সত্য; তবে এ কারণে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে তার কোন মানে নেই। দেখুন ভাই চৌধুরী, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস যে অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। শিক্ষাঙ্গনে এই অসহনীয় সন্ত্রাস রন্ধে সবগুলো বড় রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছার অভাবে, সম্পূর্ণ আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও সন্ত্রাস নির্মূলে প্রশাসনের নেয়া প্রতিটি পদক্ষেপ, লক্ষ্য করুন প্রতিটি পদক্ষেপ, যেখানে ব্যর্থ হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে যেখানে প্রতিদিনই কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন না কোন তাজা প্রাণের অপচয় ঘটছে, সেখানে অগণিত শিক্ষার্থীর শিক্ষার পরিবেশকে ফিরিয়ে আনার জন্য বর্তমানের ক্যাডারভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি সাময়িকভাবে হলেও বন্ধ রাখার বিকল্প কোন পথ আমাদের সামনে খোলা আছে কি? মাথায় মাঝেমধ্যে সামান্য ব্যথা হওয়াটা স্বাভাবিক এবং সেজন্য প্রচলিত ওষুধই যথেষ্ট, মাথা কেটে ফেলার কথা আমিও বলব না; কিন্তু যখন মাথার ভেতর একটা টিউমার সৃষ্টি হবে, তখন মাথাব্যথা অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাবে; ভাই চৌধুরী, এ অবস্থায় কিন্তু দ্রুত অস্ত্রোপচার করে টিউমারটাকে কেটেই ফেলতে হবে। অন্যথায় মৃত্যু আসন্ন।

দ্বিতীয়ত ঃ আপনি আপনার বক্তব্যে এমন একটি ধারণা চাপিয়ে দিয়েছেন যে যারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কথা বলেন তাদের মতে, '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ছাত্ররা বিশেষ কোন ভূমিকা আর কোন আন্দোলনে রাখতে পারেনি, তাই তাদের রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া প্রয়োজন।' এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি বলেছেন, "বিএনপি বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ খুব একটা চোখে পড়েনি, সেজন্য কি শ্রমিক রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে?" আপনার এই ধারণাগুলো ব্যক্তিগত কল্পনাপ্রসূত বলে মনে হচ্ছে। কারণ, ছাত্ররা কোন্ আন্দোলনে কি ভূমিকা রাখল তার ভিত্তিতে কিন্তু কেউ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব কখনোই করেনি। ছাত্রদের প্রধান কাজ পড়ালেখা করা, street politics-এ অংশগ্রহণ কিন্তু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এ প্রসঙ্গে জননেত্রীর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "ছাত্রদের প্রথম কাজ ভালভাবে পড়াশোনা করা, অতঃপর রাজনীতি," যে কারণে ছাত্র রাজনীতি সাময়িক বন্ধের প্রসঙ্গটি এসেছে তা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস নামক মারাত্মক ব্যাধিটির ব্যাপক সংক্রমণ। আপনার দ্বিতীয় কথাটি অর্থাৎ "বিএনপিবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ খুব একটা চোখে পড়েনি। সেজন্য কি শ্রমিক রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে?" কিসের ভিত্তিতে বলেছেন তা ঠিক বোধগম্য নয়। চিটাগাং পোর্ট-যেখানে শ্রমিকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সক্রিয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনদিন বন্ধ না হলেও বিএনপিবিরোধী আন্দোলনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অধিকার সচেতন শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছাড়া এটা কিভাবে সম্ভব হলো?

মিঃ চৌধুরী, আপনি এক পর্যায়ে বলেছেন, "ছাত্ররা এ সমাজেরই অংশ। কাজেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিলে সকল সন্ত্রাসী ভাল হয়ে যাবে এমনটা ভাবা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।" এ ধরনের বোকামি কেউ করছে বলে তো মনে হয় না। কারণ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্দেশ্য সমাজের সকল সন্ত্রাসীকে ভাল করা নয়, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্ত করা। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা আর প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের কর্মী হিসেবে নিজেদের জাহির করতে পারবে না। ভার্সিটির হলে, কলেজের হোস্টেলে তাদের কর্তৃত্ব automatically খর্ব হবে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসবে। এ ক্যাডাররা যদি পরবর্তীকালে সামাজিক সন্ত্রাসীতে পরিণত হয় তাদের জন্য তো প্রশাসন রয়েছেই, কিন্তু তারা তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত আর সন্ত্রাস করতে সাহস পাবে না।

ভাই সাইদুর রহমান চৌধুরী, আপনি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ঠেকানোর ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছেন, আসলে কি ব্যাপারটা অত সহজ? শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ঠেকানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বড় দলের সমান দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কি সে দায়িত্ব আন্তরিকভাবে কখনোই পালন করেছে বা করছে? আমাদের কোন কোন বড় দলের মধ্যে তাদের ছাত্র সংগঠনকে বেআইনি কার্যকলাপে সক্রিয় মদদ যোগানোর মাধ্যমে তাদেরকে utilize করার প্রবণতা এত বেশি যে তারা স্বীয় স্বার্থে আঘাত লাগার ভয়ে কখনোই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নির্মূলে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করেন না। পরিণামে ক্যাডারভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির দাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্যাম্পাস আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছে; সাধারণ পড়ুয়ারা হয়ে পড়েছে ক্যাডারদের হাতে জিম্মি। এই যখন অবস্থা, তখন মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের experimentally' ছাত্র রাজনীতি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করার যৌক্তিকতা কি খুব জোরালো হওয়ার ক্ষমতা রাখে?

পরিশেষে একটি কথাই বলব, রাজনীতি যেখানে আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছে, সেখানে ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের চাইতে রাজনীতি সচেতন, অধিকার সচেতন হওয়াটাই বেশি প্রয়োজন। ছাত্ররা যদি রাজনীতি সচেতন হয় তাহলে জাতির যেকোন ক্রান্তিকালে তারা স্বতস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আসবে, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। '৭১-এ যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল '৯০-এ যারা স্বৈরাচারকে উৎখাত করেছিল তারা সবাই কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী ছিল না, বরং তাদের একটি বিরাট অংশই ছিল অধিকার সচেতন জনগণ। '৯৬-এ সচিবালয়ের যে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জনতার মঞ্চে গিয়েছিলেন, তারাও কিন্তু রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। কিন্তু নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতাই তাদেরকে রাজপথে নিয়ে গিয়েছিল। ছাত্রদের মাঝে যদি এই সচেতনাটুকু বজায় থাকে তবে তারাও যেকোন সময় যেকোন অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবে, এজন্য তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন নেই।

[লেখকঃ জা'নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ১ম বর্ষ ('৯৫/'৯৬) সম্মানের ছাত্র]